কিছু কথা

বর্তমানে কবিতা জগতে রুদ্র গোস্বামী একটি জনপ্রিয় নাম। ফেসবুক থেকে বইমেলা তার কবিতা পড়েননি এমন পাঠক খুব কমই আছেন। তাই পরিচিতি বিষয়ে না এগিয়ে কবি রুদ্র গোস্বামীর জনপ্রিয় ১৮ টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হল এই পি.ডি.এফ. বইটি। আশাকরি এই বাছাই করা কবিতা গুলি একত্রে পেয়ে আপনারা খুশি হবেন, আর যারা এখনও পড়েননি তাদেরকে বইটি শেয়ার করে পড়ার সুযোগ করে দিন। আসলে তার কবিতার জনপ্রিয়তাই কবিকল্পলতাকে বাধ্য করেছে এই বইটি প্রকাশ করার জন্যে। তবে আর দেরি না করে চলুন পড়েফেলি কবিতা গুলি..

রুদ্র গোস্বামীর জনপ্রিয় ১৮ টি কবিতা

প্রেমিক হতে গেলে

ওই যে ছেলেটাকে দেখছ, পছন্দ মতো ফুল ফুটল না বলে
মাটি থেকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো গাছটাকে ?
ছেলেটার ভীষণ জেদ , ও কখনও প্রেমিক হতে পারবে না ।

এই তো সেদিন কাঁচের জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছিল বলে
কাঁচওয়ালার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে কী বকা !
কাঁচওয়ালাতো থ' !
সাদা কাঁচে রোদ ঢুকবে না এমন আবার হয় !

ছেলেটার খুব জেদ, ও শুধু দেখে আর চেনে
বুঝতে জানে না ।
প্রেমিক হতে গেলে ঋতু বুঝতে হয়
যেমন কোন ঋতুটার বুক ভরতি বিষ
কোন ঋতুটা ভীষণ একা একা, কোন ঋতুটা প্লাবন
কোন ঋতুতে খুব কৃষ্ণচূড়া ফোটে
ছেলেটা ঋতুই জানে না
ও শুধু দেখে আর চেনে, বুঝতে জানে না ।

ছেলেটা কখনো প্রেমিক হতে পারবে না
প্রেমিক হতে গেলে গাছ হতে হয় ।
ছায়ার মতো শান্ত হতে হয় ।
বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয় ।
জেদি মানুষেরা কখনও গাছ হতে পছন্দ করে না ।
তারা শুধু আকাশ হতে চায় ।

www.kobikolpolota.in

অভিরূপ তোমাকে

ঘরে ফেরা কি এতটা কঠিন ?
ঘর তো আর আকাশ নয়, ফিরতে গেলে পাখি হতে হয়।
পাখির মতো দুটো ডানা থাকতে হয়।
পায়ে হেঁটে এতো দূরেও যাওয়া যায় অভিরূপ ?
যেখান থেকে ফিরতে গেলে আকাশ পেরুতে হয় ?

শূন্য অপেক্ষায়ও একটা খাঁ খাঁ নক্ষত্রের তাপ থাকে অভিরূপ
তুমি কখনও বুঝবে না অপেক্ষার শূন্যতা একটা মানুষকে যে
কি ভীষণ নিঃস্ব করে দিতে পারে।
যেখান থেকে তাকালে মৃত্যুকেও প্রিয় মনে হয়।
অথচ প্রত্যেক দিন এই ক্ষতবিক্ষত শূন্যতার ভিতর আমি
ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়িয়ে পড়তে দেখছি আমার নিজের শরীর।

অপেক্ষার যন্ত্রণাকে তুমি কখনো অনুভব করেছ অভিরূপ ?
যে পাখিটাকে এনে তুমি আমার বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলে
তোমাকে ছুঁতে না পারার কষ্টে যন্ত্রণায় তার পাখা থেকে
রোজ খসে পড়ছে একটা একটা করে পালক।
আর সেই পালকের উপর জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য উপজীবী ছত্রাক।
এতো নৃশংসতার সাথে খেয়ে ফেলছে ওরা পালকের সবটুকু উড়ান
পাখিটার বেঁচে থাকার কথা ভাবতে গিয়েই আমার কান্না পায়।
যে চোখে জলের ফোঁটা দেখলে স্বর্ণমুদ্রা বলে রুমালে কুড়িয়ে নিতে
সে চোখের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত এখন
অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দাপিয়ে বেড়ায় তেরোটা নদী।
তাদের অবাধ্য স্রোত খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়
আমার বেঁচে থাকার লক্ষ লক্ষ দিন, আমার ভালো থাকার অসংখ্য সময়।

সাধারণ মেয়েদের কোনো পুনর্জন্ম থাকে ন।
অপেক্ষার জীবাশ্ম বয়ে বয়ে যে ভালবাসা আজ আমার রক্ত প্রবাল
আমি কিছুতেই তাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারবো না অভিরূপ।
আমি বাঁচব অভিরূপ মৃত্যুর পাঁজরে পাঁজরে আমি বাঁচব
তুমি যতদিন বেঁচে আছো।

www.kobikolpolota.in

আমার চোখে বৃষ্টি ভিজছে খুব

ভীষণ একলা হয়ে যাচ্ছি আরও দূর
আমি একলা হেঁটে যাচ্ছি সমুদ্দুর

আয় একটিবার তুই সন্ধ্যা নামার আগে
আয় একটিবার তুই বুকের বারান্দায়
আয় একটি বার তুই অভিমানে রাগে
আয় একটিবার তুই বাকবিতণ্ডায়

তাকে বুঝতে থাকার চেষ্টায়
আমি পেরুচ্ছি রোদ্দুর
আমি একলা হেঁটে যাচ্ছি সমুদ্দুর

আমার চোখে বৃষ্টি ভিজছে খুব
ক্লান্ত পাতায় ঘুমের আফসোস
আয় একটিবার তুই স্বপ্ন দেখার রঙ
আয় একটিবার তুই ঠোঁটের শব্দকোষ

একলা আমার লাগছে ভীষণ ভয়
আমি নিজের কাছেই বাড়াচ্ছি বিস্ময়

তাকে ভুলতে থাকার চেষ্টা
আমার হারিয়ে দিচ্ছে সুর
আমি একলা হেঁটে যাচ্ছি সমুদ্দুর

বৃষ্টি সোনা তোকে

বৃষ্টি বৃষ্টি
জলে জলে জোনাকি
আমি সুখ যার মনে
তার নাম জানো কী ?

মেঘ মেঘ চুল তার
অভ্রের গয়না
নদী পাতা জল চোখ
ফুলসাজ আয়না।

বৃষ্টি বৃষ্টি
কঁচুপাতা কাঁচ নথ
মন ভার জানালায়
রাতদিন দিনরাত।

ঘুম নেই ঘুম নেই
ছাপজল বালিশে
হাঁটুভাঙা নোনা ঝিল
দুচোখের নালিশে।

বৃষ্টি বৃষ্টি
জলেদের চাঁদনি
দে সোনা এনে দে
মন সুখ রোশনি।

www.kobikolpolota.in

ঘর

মেয়েটা পাখি হতে চাইল
আমি বুকের বাঁদিকে আকাশ পেতে দিলাম।

দু-চার দিন ইচ্ছে মতো ওড়াওড়ি করে বলল,
তার একটা গাছ চাই।
মাটিতে পা পুঁতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।
এ ডাল সে ডাল ঘুরে ঘুরে ,
সে আমাকে শোনালো অরণ্য বিষাদ।

তারপর টানতে টানতে
একটা পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে নিয়ে এসে বলল,
তারও এমন একটা পাহাড় ছিল।
সেও কখনো পাহারের জন্য নদী হোতো।

আমি ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে বললাম,
নদী আর নারীর বয়ে যাওয়ায় কোনও পাপ থাকে না।

সে কিছু ফুটে থাকা ফুলের দিকে দেখিয়ে
জানতে চাইল,
কি নাম ?
বললাম গোলাপ।

দুটি তরুণ তরুণীকে দেখিয়ে বলল,
কি নাম ?
বললাম প্রেম।

তারপর একটা ছাউনির দিকে দেখিয়ে
জিজ্ঞেস করলো,
কি নাম ?
বললাম ঘর।

এবার সে আমাকে বলল,
তুমি সকাল হতে জানো ?
আমি বুকের বাঁদিকে তাকে সূর্য দেখালাম ।

www.kobikolpolota.in

অসুখ

আজকাল কি যে উল্টোপাল্টা বায়না শিখেছে ও
যখন তখন এসে বলবে, ওর একটা আকাশ চাই।
আর আমিও বোকার মতো সব কাজ ফেলে
ওর চোখের মাপের আকাশ খুঁজতে থাকি!
শুধু কী তাই! তাতেও আবার ওর আপত্তি।
এটাতে বলে মেঘ ভরতি তো ওটাতে একঘেয়ে আলো।
গোধূলি আকাশ দেখলেই ও আবার লজ্জায় মরে যায়।
আমার হয়েছে জ্বালা, মেঘ থাকবে না রোদ থাকবে না
এমন একটা আকাশ, আমি কোত্থেকে খুঁজে আনব?
গোলাপ হবে অথচ কাঁটা হবে না!
রঙটাও আবার লাল? এমন আবার হয় নাকি!
একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না,
ভালবাসা বুকে এসে বসলেই মানুষ কেন পাখি হতে চায়!

একটি মেয়ের জন্য

একা ফুটপাথ
আলো ককটেল
ভিজে নাগরিক রাত পদ্য।

তুই হেঁটে যাস
কাঁচ কুয়াশায়
জল ভ্রূণ ভাঙা চাঁদ সদ্য।

আমি প্রশ্ন
তুই বিস্ময়
চোখ চশমার নীচে বন্ধ।

ঠোঁট নির্বাক
চাওয়া বন্য
আমি ভুলে যাই দ্বিধা দ্বন্দ্ব।

জাগা রাত্রি
ঘুম পস্তায়
মোড়া রূপকথা পিচ রাস্তা

পোষা স্বপ্ন
ছিঁড়ে ছারখার
প্রিয় রিংটোন লাগে সস্তা।

তুই সত্যি
আরও সত্যি
তুই শিশিরের কুঁড়ি পদ্ম।

বাকি মিথ্যে
সব মিথ্যে
চেনা চার দেয়ালের গদ্য।

যদি কেউ বলত

এই বর্ষায় হাতে কদম দিয়ে
যদি কেউ ভালোবাসি বলত
কেউ যদি দেখে জ্বলে? তবে তার ইচ্ছে,
সে জ্বলত।

যদি হাওয়া আসত, উড়িয়ে দিত চুল
চুলের গোছায় জড়িয়ে, যদি কেউ বেঁধে দিত ফুল
মুখ বাঁকিয়ে কেউ আদিখ্যেতা বলত? তবে বলত।
যদি জ্বলে? জ্বলত।

যদি মুখের উপরে উপচে পড়ত রোদ
কেউ আড়াল দিয়ে বলত, ইস পুড়িয়ে দিল নির্বোধ।
কেউ চোখ টেরিয়ে যদি ঢঙ বলতই, তবে বলত।
যদি জ্বলে? জ্বলত।

যদি হাঁটার সময় হোঁচট লাগত পায়
কেউ এসে, ভয় নেই বলতো
গায়ের ওজন কুড়িয়ে নিয়ে, আমার সাথে চলত
মুখ ঘুরিয়ে কেউ যদি মরে যাক বলতই, তবে বলত।
যদি তার ইচ্ছেতেই সে জ্বলে, তবে জ্বলত।

যদি মেঘের সঙ্গে মেঘ এসে আকাশ জুড়ে নাচত
যদি আমার মনের শুকনো জমি বৃষ্টি পেয়ে বাঁচত
কেউ যদি বলত, শুধু তোর সাথেই ভিজব
তোর দুঃখগুলো ভাগিয়ে দিয়ে তোর কান্না গুলো মুছব। বলত।
কেউ শুনে জ্বললে? জ্বলত।

যদি কেউ জানত, কতদিন ধরে আমি মরছি
ভালোবাসার আগুনে আমি পুড়ছি
যদি কাছে এসে এই বর্ষায় কেউ মুখ খুলত
যদি ভালোবাসি বলত!

www.kobikolpolota.in

কেউ একটা তো চাই

কেউ একটা তো চাই, টিপ সরে গেলে
আয়নার মতো বলবে 'টিপ বাঁকা পরেছ।'
চোখের কাজল লেপটে গেলে ধরিয়ে দেবে।

কেউ একটা তো চাই, পিছু ডাকবে
বলবে 'সাবধানে যেয়ো।'

কেউ একটা তো চাই, ঘড়ির কাঁটার মতো
কাছে থাকবে। অভিমান দেখলেই বলবে,
'সবুজ পাতা তোমাকে ভালোবাসি।'

কেউ একটা তো চাই, ভুল গুলোকে
শুধুই বকবে না। কাছে টেনে বলবে 'বোকা মেয়েটা,
আর কিছু ভালো রাখা যত্ন নিয়ো।'

কেউ একটা তো চাই, খোলা জানালার মতো
আমাকে আকাশ দেখাবে। বলবে 'এখানে ঠিকানা রেখে
তুমি পাখি হয়ে যাও।'

কেউ একটা তো চাই, হাওয়ার শিসের মতো
কানে এসে বলবে 'আমাকে ছাড়া কারো
প্রেমে পড়তে নেই।'

কেউ একটা তো চাই, শাসন করবে আমার
খুচরো বিষাদ, আর আমাকে লুঠতে আসা
ডাকাত স্মৃতি।

কেউ একটা তো চাইই, গ্রীষ্মে বিছিয়ে রাখবে বুকে
শীতলপাটি, বলবে 'এই বুকের মধ্যে তোমাকে
বসতে দিলাম।'

কেউ একটা তো চাইই, কাছে থাকবে
'তুমি' বললেই যেমন দুঠোঁটে দুঠোঁট মেশে।

কেউ তো একটা চাইই, কিছুটা সে তাঁর মতো থাক,
কিছুটা আমার মতো হবে।

অপেক্ষা

তোর চোখের মাপের
আকাশ আমি নই

তাই উড়তে বলিনি তোকে

তোর মনের মাপের
বাসাও নেই এ বুকে

তাই বসতে বলিনি আরবার

কিন্তু পাখি
তবু বলি শোন-

আমার আকাশে সীমানা
রাখিনি আমি

খাঁচাও রেখেছি খুলে

ফিরে দেখিস তোর আকাশে
ঝড় এলে...

মেয়েটা শিকল ভেঙে বেশ করেছে

আমি ভাবছি, যদি মেয়েরা মা নামের টিপ,
স্ত্রী নামের শিকল, মেয়ে নামের হাতঘড়ি,
বোন নামের চুড়ি-টুড়ি খুলে একদিন দুম করে বলে ফেলে,
'আমরা কারো হুকুম মানতে নারাজ।'
তখন বাবা নামের গর্ব, ছেলে নামের স্বাধীনতা,
ভাই নামের শাসন, স্বামী নামের হুকুম, এসব হারিয়ে
পুরুষ পুরুষ টাইপ লোকগুলোর মুখের অবস্থা
কীরকম দাঁড়াবে?
ওরা কি তখন, মেয়েরা যা যা সব সহ্য করে তাই করবে?
নাকি রুখে দাঁড়াবে? যদি রুখে দাঁড়ায়,
তবে মেয়েটা শিকল ভেঙে বেশ করেছে।

যে ভাবে ভালোবাসা এল

প্রেম হয়েছিল প্রথম, বট অশথের।
সেই গল্পটা জানো?
বাড়ছিল ওরা, যেমন কাছাকাছি বাড়ির
দুটো ছেলেমেয়ে বাড়ে।
বট তখন বয়সে যুবক, সবুজ পাতা।
অশথেরও তাই, সবুজ পাতায় যুবতি যেন।
অশথের মানে জানো? অশথ মানে অশথ গাছ।

দেখত রোজ দুজন ওরা দুজনের দিকে,
যেমন কাছাকাছি ছাদের দুটি ছেলে মেয়ে দেখে।
বটের মনে ছিল প্রেম, আর অশথ চাইত
বট তাঁর কাছে আসে। তাই অভিশাপ দিল,
অশথ অভিশাপ দিল, "তোর পা হোক বট।"
এই অভিশাপ মানে জানো?
এই অভিশাপ মানে, ভালো চাওয়া।

অভিশাপে ছিল জোর, না বটের প্রেমে,
কেউ জানে না। পা হল বটের।
পা মানে ধরে নাও, বটের ঝুরি।
এরপর একদিন পা বাড়িয়ে,
হেঁটে গেলো বট তাঁর অশথের কাছে।
তারপর সেই থেকে মেয়েরা লাজুক, আর
ভালোবাসার কথা আগে ছেলেরাই বলে।

www.kobikolpolota.in

মশাল

কন্যা সন্তান প্রসব করার অপরাধে
আসামের যে মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ?
আজ তার মৃত্যু বার্ষিকী।
যে কবি সেদিন তার নিরানব্বইতম কবিতাটি
মেয়েটাকে উৎসর্গ করেছিলেন,
তিনি এখন তার প্রিয় পাঠিকার অনুরোধে লিখছেন বসন্ত গল্প।
যে সংবাদপত্র গুলো সেদিন ফলাও করে ছেপেছিল
মেয়েটার গনগনে আর্তনাদ ,
তাদের প্রত্যেকটা ক্যামেরার ফ্লাশ
আজ তাক করে দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধিজীবী সম্বর্ধনা মঞ্চ ।
যে অধ্যাপক তার অনুগত ছাত্রদের বলেছিলেন,
– "আগুন জ্বালো।"
তিনি তার সদ্য বিবাহিত দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে
এইমাত্র চলে গেলেন সাচ্ছন্দ মধুচন্দ্রিমা যাপনে ।
তুমি কেমন আছো যুবক ?
তুমি কি মশাল জ্বেলেছো ?

www.kobikolpolota.in

তোমার জন্যে

তোমার জন্যে এই
মাঠে আমি সবুজ রেখেছিলাম।
তোমার জন্যেই আমি গাছের
নীচে ছায়া রেখেছিলাম।

তোমার জন্যে আমি পাহাড়ের
কাছে হাত পেতে বলেছিলাম,
- ও পাহাড় তুমি নদীর
স্বরলিপি লেখো।

শুনেছিলাম তুমি বহু দূর
ভূমধ্য সাগর হেঁটে ফিরছ ,
তোমার জন্যেই এখানে,এই
ঘাসে আমি আঁচল পেতেছিলাম।

যেতে পারবে?

এই যে তুমি বার বার চলে যাই বলো
ধরো তুমি চলে গেছো
খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে যদি দেখো
কষ্টে ভিজে যাচ্ছে আমার বুক
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে
তুমি কি তখন মুখ লুকাতে পারবে ?
বলো পারবে ?
ধরো এসে দেখো যদি
হাতে আমার ভেজা রুমাল, আর
তখনও অপেক্ষায় আমি,যাইনি কোথাও
যদি বলি, এলে কেন ?
চাই না তোমায়,চলে যাও যেখানে ছিলে
আমাকে জড়িয়ে না ধরে তখন তুমি পারবে?
বলো পারবে ?
এই যে আমাদের কাছে
আমিও আসি আর তুমিও আসো
এ কথা তো জানে দশজনে
ভালবাসাবাসি কতখানি আছে তোমার আমার
এতো ভালবাসা ছেড়ে
তুমি কি কোথাও যেতে পারবে ?
বলো যেতে পারবে ?

সময়

কেমন আছো, কাকে বলবো ?
সবাই দিব্যি ভালো থাকার ভান করে আছে।
কথা রেখো, কাকে বলবো ?
সবার কাঁধে একটা করে না রাখা কথার পাহাড়।
কাকে বলবো, মনে রেখো ?
সবার হৃদপিণ্ডে টাঙান কয়েক প্রস্ত রঙিন মুখোশ।
কাকে বলবো, তুমি হাত ধরতে জানো ?
সবার মুঠো ভরতি স্বপ্ন খুনের ঋণ ।
কাকে বলবো, শুনতে পাচ্ছ ?
কেউ এখানে কান পেতে নেই ।
কাকে বলবো ? ইচ্ছে হলে আসতে পারো ।
সবাই যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে প্রস্তুত ।
কাকে বলবো ? দেখে যাও,
তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি ।
সবার চোখে চওড়া ফ্রেমের রুপালী আকাশ ।

www.kobikolpolota.in

যদি অধিকার চাও

তুমি যদি অধিকার চাও
ভাঙা পা নিয়ে তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে
তুমি যদি অধিকার চাও
ছেঁড়া হাত নিয়ে তোমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে
তুমি যদি অধিকার চাও
থেঁতলানো শরীর নিয়ে তোমাকে রুখে দাঁড়াতে হবে

যদি অধিকার চাও
ভাঙা পা নিয়ে উঠে দাঁড়াও
যদি অধিকার চাও
ছেঁড়া হাত নিয়ে ঘুরে দাঁড়াও
যদি অধিকার চাও
থেঁতলানো শরীর নিয়ে তুমি রুখে দাঁড়াও

ওরা তোমাকে আবার মারবে
আবার ছিঁড়ে নিতে চাইবে অন্য হাত,
হিঁচড়ে নিয়ে যাবে অন্ধকারে,
বুকে পা তুলে দেবে, গলায় ছুরি ধরবে
সব শেষে ভেঙে দিতে চাইবে শিরদাঁড়া,
পারবে না।

তোমার শিরদাঁড়া লোহার
তুমি উঠে দাঁড়াও
তোমার শিরদাঁড়া বজ্রের
তুমি উঠে দাঁড়াও
তোমার শিরদাঁড়া মানুষের
তুমি উঠে দাঁড়াও

তুমি প্রতিবাদ, তুমি চিৎকার, তুমি বিদ্রোহ
তুমি উঠে দাঁড়াও

ওরা তোমার কণ্ঠ রোধ করে দিতে চাইবে
পারবে না
তোমার কণ্ঠ প্রতিবাদের
তোমাকে ওরা আবার শিকল পরাতে চাইবে
পারবে না
তোমার দু'পা বিদ্রোহের

তুমি বজ্র মেখেছ গায়, উঠে দাঁড়াও
তুমি শিকল ভেঙেছ পায়ের, উঠে দাঁড়াও
যদি অধিকার চাও
আগুনের বুক ফুড়ে তুমি উঠে দাঁড়াও
যদি অধিকার চাও
মৃত্যুর বুকে পা দিয়ে তুমি উঠে দাঁড়াও

তুমি উঠে দাঁড়াও।

নিমন্ত্রণ

আমাকে ডাকার জন্য,
তোমার কাছে কোনো নিমন্ত্রণ ছিলো না।
তুমি জানতে,প্রেমিক তো!
আসবো আমি নিজের স্বভাবে ।
আমাকে পোড়াবার জন্য,
তোমার কাছে কোনো আগুন ছিলো না।
তুমি জানতে,ভালোবাসা তো!
নিজের আগুনেই নিজে পুড়ে ছারখার হবে।
আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য,
তোমার কাছে কোনো প্রত্যাখ্যান ছিলো না।
তুমি জানতে,সরল তো!
নিজের অভিমানই আমাকে ছিঁড়ে খাবে।
আমাকে হত্যা করার জন্য,
তোমার হাতে কোনো বিষ ছিলো না।
তুমি জানতে,হৃদয় তো!
দুটো কথার আঘাতেই জন্মের শোধ যাবে।

- সমাপ্ত -

Details Of This E-Book

PDF Version 1.0
Rudra Goswami Top 18 Bengali Poem
Created By www.kobikolpolota.in
West Bengal, India
Contact : Kobikolpolota@gmail.com